নারী

ধর্মশাস্ত্র :

"যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা এগিয়ে চলেছেন । এই সময়ে যীশু একদিন একটি গ্রামে এসে পৌছলেন । সেখানে মার্থা নামে এক নারী নিজের বাড়ীতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন । মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন । মারীয়া এসে প্রভুর পায়ের কাছে বাসে তাঁর সমস্ত কথা শুনতে লাগলেন । মার্থা তখন অতিথিসেবার বহু কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত । তিনি এসে বললেন : "প্রভু, এই যে আমার বোন সব কাজকর্মের ভার আমার একার ওপরেই ফেলে দিয়েছে, ব্যাপারটা কি আপনার কাছে কিছুই নয় ? ওকে আপনি বলুন, ও যেন আমাকে একটু সাহায্য করে ।" কিন্তু প্রভু তাঁকে উত্তর দিলেন : " মার্থা ! মার্থা ! তুমি তো অনেক কিছু নিয়েই চিন্তিত ও বিচলিত ; কিন্তু দরকার শুধু একটি জিনিষেরই ! নিজের জন্যে মারীয়া যা বেছে নিয়েছে, তা-ই সবচেয়ে ভাল; আর তার কাছ থেকে তা কখনো কেড়ে নেওয়া হবে না !" [লুক ১০:৩৮-৪২] [দ্র: গালা. ৩:২৮; লুক ৭:৩৬:৫০]

প্রারম্ভিক প্রার্থণা :

হে পবিত্র আত্মা, আমাদের এই মহাধর্মপ্রদেশের সকল নারীর হৃদয়ে তোমার আলো প্রজ্জ্বলিত করো, তারা যেন ঈশ্বরের বাণী রূপে জগতে সেবা করতে পারে এবং নারীকূলের মর্যাদা সুরক্ষিত রাখতে পারে ।

সেই একই আত্মা-শক্তিতে তুমি আমাদের এই অনুগ্রহ দান করো যেন আমরা সব রকম পরিস্থিতির সঠিক মর্মগ্রহণ করে যথাপোযুক্ত পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে পারি এবং আনন্দের সাথে তা কার্যে পরিণত করতে পারি । আমাদের জ্ঞান প্রদান করো, প্রভু, যেন আমরা অজ্ঞতার কারণে বিপথগামী না হই অথবা ভয় বা আনুকূল্যের প্রভাবে যেন দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়ে পড়ি ।

আশীর্বাদ করো, আমরা যেন আমাদের বিশ্বাসে সর্বদা অটল থাকি এবং খ্রীষ্টেতে এক দেহ হয়ে পিতা পরমেশ্বরের স্বর্গরাজ্যের বৃহত্তর গরিমার জন্য করতে পারি । আমেন ॥

ভূমিকা :

কলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের পালকীয় পরিকল্পনার এই দলিলটি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করছে খ্রীষ্টমন্ডলীতে নারীর অনন্য ও অপরিহার্য ভূমিকার ওপর। খ্রীষ্টমন্ডলীর সমৃদ্ধি অনেকটাই নির্ভর করে নারী ও পুরুষ, ক্ষমতায়ীত হয়ে সত্যিকারের ভক্তরূপে, তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা কতখানি অর্জন করতে পারে।

কিন্তু, যদিও পুরুষ ও নারী দু'জনেই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, তবুও নারীকে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত্য প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান সকল দেশবাসীর মানবাধিকার, লিঙ্গ-সমতা ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত করে। আমাদের দেশের সংবিধান নারীকে দিয়েছে সমান অধিকার এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকে দিয়েছে নারীদের পক্ষে ধনাত্মক বৈষম্য গ্রহণ করার ক্ষমতা। তবে, যদিও সামগ্রিকভাবে, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার বেড়েছে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের অধিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, তবুও গরীব ও প্রান্তিক মহিলারা আজও দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার কারণে ভুক্তভোগী।

পুরুষদের পক্ষে যে সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিয়ম-নীতি আজও বহাল রয়েছে, তা নারীদের তাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে বাঁধার সৃষ্টি করে। এর সত্যতা আমরা পাই বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে। যেমন, লিঙ্গ অনুপাত [নারী ৯৪০ : পুরুষ ১০০০], সাক্ষরতার হার [মহিলা ৬৫.৪৬%; পুরুষ ৮২.১৪%], ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে, পুরুষদের সমান কাজ করেও অনুপাতে মহিলাদের কম পারিশ্রমিক আয়। আজও মহিলাদের ওপর ধর্ষণ, নারী-পাচার, কন্যা-ভ্রুণ হত্যা, বধু নীর্যাতন ও পারিবারিক হিংসার মত অকথ্য নির্যাতন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে আমাদের সমাজে।

আমাদের মন্ডলীতে যদিও মহিলারা সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, তাদের অমূল্য অবদান রেখেছে, তবুও প্রশাসনিক ও কার্যনির্বাহী ক্ষেত্রে এবং আধ্যাত্মিক, উপাসনিক, পালকীয় ও মন্ডলীর প্রৈরিতিক কাজকর্মে এদের পূর্ণ সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত্য পর্যাপ্তভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারিনি।

আমরা আজ যে ক্রমবর্ধমান হিংসা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সংকটের সম্মুখীন, তা বিবেচনা করা আমাদের একান্তই জরুরী। নারীর "উন্নতি" ও "বিকাশ" আজ বহুলাংশেই নির্ধারিত

হয় জাগতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে । এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ, যে খ্রীষ্টভক্তজনদের জন্য পোপীয় মহাসভা (Pontifical Council for Laity) মানবজাতীর মর্যাদার পুনরুদ্ধারে নারীর ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গত অক্টোবর ২০১৩-য় একটি ভাটিকান সম্মেলনের আয়োজন করে, যার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "ঈশ্বর মানুষের দায়ীত্বভার নারীকে অর্পণ করলেন" ।

ভাগ ১ : খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা

নারী ও পুরুষ সৃষ্ট হয়েছে ঈশ্বরের আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে । [আদি পুস্তক ১:২৬] যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য নারী ও পুরুষ দুজনকেই আহবান করেছিলেন । যীশুর সকল শিক্ষায়, এমন কি তাঁর ব্যবহারে, আমরা এমন কিছু পাই না, যা তাঁর যুগের নিয়মানুসারে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বলা যায় । পক্ষান্তরে, তাঁর সকল বাণী ও কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বদা ব্যক্ত করেছেন নারীর প্রাপ্য সম্মান ও সম্ভ্রম–এর কথা । [Mulieris Dignitatem, 1988].

সেই সময়কার সংস্কৃতিতে, যখন নারীদের পুরুষদের প্রেক্ষীতে দেখা হত, যীশু কিন্তু তখন নারীদের সেই দমনমূলক আবহ থেকে শুধু মুক্ত-ই করেননি বরং তাদের মর্যাদাও তুলে ধরেছেন । [জন ৪:৭-৪২ সামারীয় মেয়ে; জন ৮:৩-১১ ব্যভিচারী নারী] । যীশুর মৃত্যু ও সমাধির সাক্ষ্য দিয়েছিলেন কিন্তু নারীরা-ই এবং তাদের কাছেই যীশু তাঁর পুনরুত্থানের মহিমা প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ।

গোড়ার দিকের মন্ডলী এই সেবাদায়ীত্বের প্রতি বেশ নিষ্ঠাবান ছিল, যে সেবাদায়ীত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে সাধু পল-এর দীক্ষাস্নানে-সমতার মতাদর্শে : " তোমাদের মধ্যে এখন ইহুদীও নেই, অনিহুদীও নেই; ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রীষ্ট যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এখন তোমরা সকলেই এক হয়ে আছ ।" [গালা. ৩:২৮]

বর্তমান মন্ডলীও তার বিভিন্ন শিক্ষা ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে তার প্রতিশ্রুতি । কাথলিক মন্ডলী তার বিভিন্ন সংবিধান, নির্দেশনামা, ঘোষণাপত্র, পোপীয় ধর্মপত্র ও বিশপদের মহাসভার বিভিন্ন দলিলপত্রে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছে মন্ডলী ও সমাজে নারীর সমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা ।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ও তার পরবর্তীকালের মন্ডলীর শীক্ষায় নারীর এই পরিবর্তনশীল ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাদের অধিক সংখ্যায় ঘরের বাইরের পেশায় ও কর্মদলে যোগদানের কারণে । খ্রীষ্টমন্ডলী তাই নারী স্বত্তার এই ক্রমবর্ধমান সচেতনতাকে "যুগের চিহ্ন স্বরূপ" ও নারী-মুক্তির প্রক্রিয়াকে "যথেষ্ট ধনাত্মক " বলে বিবেচনা করে । [John Paul II, Letter to Women, 1995, Art.No.6].

পরিবার, মন্ডলী ও বৃহত্তর সমাজে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তার মর্যাদা ও পুরুষদের সাথে সমতা সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে খ্রীষ্টমন্ডলী তাই বদ্ধপরিকর । মন্ডলীর সেবাদায়ীত্বে নারীর উপযুক্ত ভূমিকা হওয়া উচিত তার নিজস্ব প্রকৃতি ও পুরুষদের সাথে তাদের সম্পূরক সম্পর্কের সঙ্গে সংগতি রেখে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ও তার পরবর্তীকালে মন্ডলীর বিভিন্ন শিক্ষার এক সংক্ষীপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

নারী ও পুরুষ দু'জনকেই সম-মর্যাদার মানুষ হিসেবে দেখা হয় । দু'জনকেই এই পৃথিবীর রক্ষণা-বেক্ষণের দায়ীত্বভার দেওয়া হয়েছে; এবং দু'জনকেই "বিশ্বজনীন মঙ্গল" সাধনের জন্য এক সাথে, সমতার সম্পর্ক রেখে, কাজ করতে আহবান করা হয়েছে" । [Pope John XXIII in *Pacem in Terris*] পরিবারের মধ্যে নারী ও পুরুষকে তাই সহ-সৃষ্টিকারী হিসেবেই মানা হয় । আধুনিক পরিভাষার 'লিঙ্গ সমতা' তাই নারী-পুরুষ দুজনেরই ভাবনার বিষয়।

পোপ ত্রয়োবিংশ জন, তাঁর সার্বজনীন পত্র 'Pacem in Terris'-এ এই পর্যাবেক্ষন করেছেন : "...যে হেতু নারী তার আপন মর্যাদা সম্পর্কে আরো বেশী সচেতন হচ্ছে, তারা তাই নিজেদের কোন জাগতিক বস্তুরূপে ব্যবহার হতে আর কোনো মতেই বরদাস্ত করবে না । বরং মানুষ হিসেবে তাদের যোগ্য অধিকার ও সম্মান তারা দাবি করবে, ঘরে ও বাইরে ।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মাঝে মাঝে-ই মন্ডলীর বিভিন্ন স্তরের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য সরিয়ে ফেলে যীশু খ্রীষ্টের সাম্যবাদী বাণীর সম্মুখীন হয়েছে । লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, সামাজিক অবস্থা, ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে সব রকম বৈষম্যের-ই তারা সর্বদা নিন্দা করেছে । [Gaudium et Spes - খ্রীষ্টমন্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান]

নারী ও পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন সামাজিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে, খ্রীষ্টমন্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধানে আরও বলা হয়েছে : "যদিও এখনো পর্যন্ত তারা সম্পূর্ণভাবে তা আদায় করতে পারেনি, তবুও নারীরা তাদের নিজেদের জন্য আইন ও বাস্তব-কে সাক্ষী রেখে দাবি করছে পুরুষদের সম ন্যায্যতা ।" এখানে আরও বলা হয়েছে যে, যেহেতু নারীরা আজ প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই যুক্ত রয়েছে, তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ সমর্থন করা অত্যন্ত জরুরি । একই ভাবে মন্ডলীর প্রৈরিতিক কাজকর্মের প্রতিটি বিভাগেও মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা উচিত । [Apostolicam Actuositatem - ভক্তজনসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ বিষয়ক নির্দেশনামা No.59]

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এও জোর দিয়ে বলেছেন যে, খ্রীষ্টদেহ-রূপী খ্রীষ্টমন্ডলীর "পূর্ণ বিকাশ" নির্ভর করে তার প্রতিটি অংগের সম্পূর্ণ সক্রিয়তার ওপর । কিন্তু ভারতের মহিলাদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে এখনও লাগাতার উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে । তাই খ্রীষ্টদেহের এক বিশেষ অংগ হিসেবে মহিলাদের উন্নতিসাধনের কাজে মন্ডলীকে বিশেষ নজর দিতে হবে ।

মন্ডলীর শীক্ষায় পরিবারে নারীর ভূমিকার আলোচনা

দ্বিতীয় ভাটিকান পরিবারকেই তুলে ধরেছে গভীর মানবিকতার এক আদর্শ বিদ্যায়তন হিসেবে । সন্তানের প্রশিক্ষণের জন্য পরিবারে পিতার সক্রিয় উপস্থিতি খব-ই গুরুত্বপূর্ণ । আর গৃহে মায়ের ভূমিকা কেন্দ্রস্থানীয়, কেননা ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে যারা শিশু, মায়ের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল । নারীদের ন্যায়সঙ্গত সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব ক্ষুন্ন না করেই মা হিসেবে তাদের এই ভূমিকাকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে । [Gaudium et Spes - খ্রীষ্টমন্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান, Art.52]

খ্রীষ্টমন্ডলী নারীর মর্যাদা এবং, পরিবার ও গৃহে, তার ভূমিকা রক্ষা করতে চায় এবং একই সঙ্গে গৃহের বাইরে কাজ করার তার অধিকারকেও স্বীকৃতি দিতে চায় ।

নারীর অদ্বিতীয় প্রকৃতি ও স্বকীয় চরিত্র

খ্রীষ্টমন্ডলী তার বিভিন্ন শিক্ষায় নারীর অদ্বিতীয় চরিত্র-প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছে এবং যুগ যুগ ধরে তার গঠনমূলক অবদানের ওপরও আলোকপাত করেছে । খ্রীষ্টমন্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান, Gaudium et Spes-এ স্বীকৃতিবাচক উক্তিতে বলা হয়েছে : "নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান ও স্বাধীনতা দিতে পেরে এবং শতাব্দীর কালক্রমে, বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েও, পুরুষদের সাথে নারীদের মৌলিক সমতা প্রতিষ্ঠিত ও প্রকট করতে পেরে, মন্ডলী সত্যি-ই গর্বিত বোধ করে ।"

একতা ও সাক্ষ্যদানের আহবান

একই সঙ্গে, সকল খ্রীষ্টভক্তকে একতা গঠনে সম্মিলিত হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে এবং খ্রীষ্টিয় মানসিকতার শক্তিতে, বিশ্বের খামির হয়ে, সক্রিয় সাক্ষ্যদানে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে ।

দ্বিতীয় ভাটিকান পরবর্তী মন্ডলীর শিক্ষা

১৯৭১ সালে, ভাটিকান মহাধর্মসভা-সংক্রান্ত দলিলপত্রে, মন্ডলীর বৃহত্তর পরিবারে মহিলাদের অংগ্রহণের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে : “আমরা জোরালোভাবে সুপারিশ করি যে, মহিলারা যেন সমাজের সাম্প্রদায়িক জীবনে এবং অনুরূপভাবে মন্ডলীর পরিবারে, তাদের নিজ নিজ দায়ীত্ব বুঝে নিয়ে তাতে অংগ্রহণ করে ।” *[Justice in the World, 2]*

পোপ ২য় জন পল, নারীদের প্রতি লেখা তাঁর পত্রে *[John Paul II, Letter to Women, 6]*, সকল রাষ্ট্র, মান্ডলিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে এই অনুরোধ করেছেন যে তারা যেন সকলে মিলে নারীর মর্যাদা ও ভুমিকার পূর্ণ সম্মান পুনরুদ্ধার করতে সব রকম প্রচেষ্টা চালায় । মহিলাদের জীবনে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে, তারা যেন তাদের উন্নতিকল্পে বুদ্ধিমান ও কার্যকরী অভিযান পরিকল্পনা করে । অতীতকে সাহসিকতার সাথে পরীক্ষা করে এবং বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে কাজ করার ফলে, মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মান্ডলিক জীবনে যেন সব চাইতে প্রশস্ত পরিশর উন্মুক্ত হতে পারে ।

ঐশ্ববাণী প্রচারের খ্রীষ্টিয় আহবানের বিস্বজনীনতার মন্ডলী দ্বারা পুনরাবৃত্তি

"মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের দায়ীত্বভার সকল খ্রীষ্টভক্তেরই - তা তাদের লিঙ্গ, বয়স বা অবস্থা যাই হোক না কেন । দীক্ষাস্নানের গুণে সকল খ্রীষ্টভক্তজন শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাস অর্জনে আহুত ও সক্ষম হয় নি, বরং সেই বিশ্বাসকে সঞ্চারিত ও প্রেরণ করার দায়ীত্বও, সেই একই দীক্ষাস্নানের গুণে, তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে । [Role of Women in Evangelisation from the Pastoral Commission of the Vatican Congregation on the Evangelization of People, 20, 1975].

এই একই দলিলপত্রে এরপর ধর্মপল্লীর দুই শ্রেণীর কাজের উল্লেখ করা আছে যেখানে নারীসুলভ গুণাবলীর বিশেষ প্রয়োজন । প্রথমটি হচ্ছে প্রশাসনিক এবং দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষভাবে পালকীয় । পোপ ৬ষ্ট পল-এর পরবর্তীকালের এক লেখাতেও আমরা এই একই কথা উল্লেখ পাই : "... তার নির্দিষ্ট নারীসুলভ স্বভাব-প্রকৃতি; নারী হিসেবে তার অদ্বিতীয় গুণাবলী এবং খ্রীষ্টিয় সেবাকার্যে সহকারী ও প্রতিপালকীয় ভূমিকায় তার উপযোগিতা ।" [Pope Paul VI : Women/Balancing Rights and Duties, Jan.1976].

উল্লেখিত এই প্রকার কিছু কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে হসপিটাল, স্কুল ও কল্যান-কেন্দ্রগুলিতে মহিলা সেবাকর্মী হিসেবে ধারাবাহিক কাজ । মহিলা সেবাদায়ীত্বের যে সব ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ধর্মশিক্ষার কাজ, সক্রিয় গৃহ-পরিদর্শন, নির্জন ও আধ্যাত্মিক অধিবেশনগুলিতে অবদান, পরামর্শ-দান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কাজ এবং, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকলে, ধর্মতত্বের শিক্ষাদান । [Role of Women in Evangelization, 23]. আরও বিশদ বিবরণ উল্লেখিত দলিলে পাওয়া যাবে ।

পুরুষ ও নারীর সম্পূরক ভূমিকা

পোপ ৬ষ্ঠ পল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন নারী ও পুরুষের সম্পূরক ভূমিকার ওপর, যেন নারী-পুরুষ তাদের "যথাযথ সম্পদ ও গতিশীলতা দ্বারা, সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা

অনুযায়ী, এই পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে - সমতল বা সমরূপ হিসেবে নয়, বরং সুসংগত ও ঐক্যবদ্ধ রূপে ...নবায়িত ও সমন্বায়িত রূপে ।" [ ]

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য

খ্রীষ্টমন্ডলীর বুনিয়াদী বাণী-ই হচ্ছে যে নারী ও পুরুষ সৃষ্ট হয়েছে ঈশ্বরের আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে । [আদি পুস্তক ১:২৬] এই ধারণাটি বিশেষভাবে উদযাপিত হয়েছে পোপ ২য় জন পল-এর প্রৈরিতিক পত্র, "Mulieris Dignitatem"-এ । এই পত্রের "নারীর মর্যাদা" বিষয়ক অংশে, নারীর অধিকারকে মানবাধিকারের বৃহত্তর পরিধিতে ফেলা হয়েছে ।

পোপ ২য় জন পল কিন্তু এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়া মানে এই নয় যে নারী ও পুরুষ এক একজন শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবেই ঈশ্বরের স্বরূপ । বরং এর মানে এটাও যে নারী ও পুরুষকে - যারা তাদের যৌথ মানবতায় এক হবার জন্য "দুই-এর মধ্যে এক" হয়ে সৃষ্ট - তাদের প্রেমের একাত্মতায় জীবন যাপন করতে আহূত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই জগতে প্রতিফলিত করতে ভগবানের প্রেমের একাত্মতা, যার মাধ্যমে ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর পরস্পরকে ভালবাসেন ঐশরিক জীবনের পরমাত্মীয় রহস্যে ।

এই "দুই-এর মধ্যে এক"-এর বন্ধনে, নারী ও পুরুষকে প্রথম থেকেই আহবান করা হয়েছে শুধুমাত্র "পাশাপাশি" বা "একসঙ্গে" থাকার জন্য নয় বরং পারস্পরিকভাবে "একে অপরের জন্য" বাস করতে । [Apostolic Letter, *Mulieris Dignitatem : On the Dignity & Vocation of Women, 7, 1988*]

খ্রীষ্টমন্ডলী আমাদের এটাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল নারী-পুরুষকেই তাদের মহাপতন থেকে উদ্ধার করে খ্রীষ্টতে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে । "কারণ তোমরা যারা দীক্ষাস্নানে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হয়েছো, তারা সকলেই নববেশে পরিধান করেছো খ্রীষ্টকে । তোমাদের মধ্যে এখন ... পুরুষও নেই, নারীও নেই । [গালা.৩:২৭-২৮] । প্রেরিত শিষ্য পল কিন্তু এখানে এটা বলছেন না যে নারী ও পুরুষের মধ্যে সব বিভেদ মুছে গেছে । বরং তিনি এটাই বলছেন যে, যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা ও বিদ্বেষ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বিকৃত করে দেয়, তা কিন্তু খ্রীষ্টের মাধ্যমে জয় করা সম্ভব এবং তা হয়েছেও । [Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Collaboration of Men and Women in the Church and in the World from Offices of the Congregation for the Doctrine of the Faith (2004)].

এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে, পোপ ফ্রান্সিসও থামীর-এর ন্যায় খ্রীষ্টের পরিবর্তণ-সাধক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : " এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নই; বরং আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্ট-ই জীবিত আছেন ।" [গালা.২:২০] খ্রীষ্টভক্ত সব কিছুই যীশুখ্রীষ্টের দৃষ্টি দিয়েই নিরীক্ষণ করে । [Lumen Fidei 2013]. এই দলিলপত্রে, মন্ডলীতে যাপিত জীবন-এর গুরত্বের ওপরও বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, দম্ভ ভরে নয়, বরং সেই জীবন যাপন করা উচিত প্রত্যকের "অন্তরে পরমেশ্বর যেমন যাকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাস দিয়েছেন" সেই অনুসারে খ্রীষ্ট-দেহে অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে, যে খ্রীষ্ট-দেহের মধ্য দিয়ে তারা পিতা পরমেশ্বরের সাথে ই মিলিত হয় ।

আজকের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক জগতে, যখন নারীর ক্ষমতায়ন-এর ধারণাটি পর্যবসিত হয়েছে শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে, তখন এটা মনে করিয়ে দেওয়া হয়তো উপকারী যে খ্রীষ্ট-ই আমাদের আদর্শ, খ্রীষ্ট-ই সেবক নেতা ।

ঐশ আহবান

মহিলাদেরও আর্জি জানানো হচ্ছে, তাদের তরফ থেকে তারাও যেন পরিবর্তণের পথ অনুসরণ করে তাদের নারীত্বের অনন্য গুণাবলী এবং অন্যদের ভালবাসার তাদের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করে । পরিবার ও সামাজিক জীবনে, যেখানেই মনুষ্য সম্পর্ক ও অন্যদের সেবা-যত্ন নেবার ব্যাপার জড়িত থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে নারীর অপূরনীয় ভূমিকা অনস্বীকার্য । পোপ ২য় জন পল যা "নারীর সৃজনী ক্ষমতা" বলে আখ্যা দিয়েছেন, তা এখানে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । পরিবারের মধ্যে থেকেই আমরা আমাদের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ অর্জন করি; যেমন ভালবাসা পাই, সেই মত অন্যদের ভালবাসতে শিখি এবং পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়ার পথ চিনতে পারি । যখনই এই সব মৌলিক অভিজ্ঞতাগুলির অভাব ঘটে, তখনই বৃহত্তর সমাজ হিংসায় নিমজ্জিত হয়ে থাকে ।

পোপ ফ্রান্সিস এই ব্যাপারে উল্লেখ করে বলেছেন যে নারীর মূল ভূমিকা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রেম সঞ্চারিত করা । অক্টোবর ২০১৩-য়, "ঈশ্বর মানব-জাতিকে নারীর হাতে অর্পন করলেন"-নামক ভাটিকান আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিশেষভাবে জোড় দেওয়া হয়েছিল মানবজাতির মার্যাদা পুনরুদ্ধারে নারীর সক্রিয় ভূমিকার ওপর ।

১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত বিশপদের ধর্মসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে মহিলাদেরও মন্ডলীর সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।

জানুয়ারী ২০১৩ সালে আয়োজিত এশীয় বিশপ সংঘ-এর সম্মেলনে, মহিলাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ, কন্যা-সন্তানদের প্রতি পুত্রদের ন্যায় আচারণ এবং পারিবারিক হিংসা ও গর্ভপাত-এর বিরুদ্ধে সচেতনতা, ইত্যাদি এই সব ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোড় দেওয়া হয় ।

ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ার যে মর্যাদা নারী-পুরুষ লাভ করেছে, সকল মানুষের মধ্যে সেই চেতনা আরও গভীরভাবে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছে কাথলিক বিশপস কনফরেন্স ওফ ইন্ডিয়া [CBCI] তাদের লক্ষ্য-ও-উদ্দেশ্য বিবৃতিতে । ঘরে-বাইরে ও মন্ডলীতে মানবজাতির মর্যাদা ও নারীর অধিকার-এর প্রতিপালন ও প্রচারের জন্য CBCI তাই এক কার্যকরী পরিকল্পনা গঠনের ডাক দিয়েছে । সকল পুরোহিত ও ধর্মব্রতীগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তারা যেন এই মনোভাব তাদের সকল কাজে - যেমন, ধর্মোপদেশ, গৃহ পরিদর্শন - এবং মন্ডলীর সেবাকার্যে নিয়োজিত মহিলা ধর্মব্রতীদের সাথে সহযোগিতার সময়, সঠিকভাবে প্রকাশ করে ।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের CBCI-র মিটিং-এ তাদের মহিলা সংক্রান্ত দফতরটিকে CBCI-এর কমিশন-এর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয় । এবং ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, CBCI-এর মহিলা কমিশন দ্বারা প্রস্তুত ভারতের কাথলিক মন্ডলীর লিঙ্গ-নীতির খসড়াটিকে, কিছু সংশোধন করে, গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয় ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মহিলা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে খ্রীষ্টমন্ডলী বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ কর্মনীতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ভারতীয় কাথলিক মন্ডলীর স্বাস্থ্য-নীতিও বেশ স্পষ্টভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মহিলাদের বিষয়গুলি আরও বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত । ২০০৬ সালে CBCI-এর ২৭তম সাধারণ বার্ষিক সভায় ঘোষিত ভারতে খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা-নীতিতেও ছাত্রীদের, বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকা থেকে আসা ছাত্রীদের, অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে ।

ভারতীয় কাথলিক মহিলা পরিষদ [Council of Catholic Women of India]

এই জাতীয় সংস্থাটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাজে এবং নারী ও কন্যা সন্তানদের সম্পর্কিত বিশেষ দিনগুলি উদযাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

মা মারীয়া, আমাদের আদর্শ

ধন্যা কুমারী মারীয়া এমন একজন নারী যাঁর হৃদয় ছিল ঈশ্বরের হৃদয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । তিনি ছিলেন "নারী কূলে ধন্যা" । তাঁকেই মনোনীত করা হয়েছিল নারী ও পুরুষের কাছে প্রেম-ভালবাসার পথ প্রকাশ করতে ।

মা মারীয়া যেন মন্ডলীর সামনে এক আয়নার মত , যার মধ্য দিয়ে মন্ডলী চিনতে পারে তার আপন পরিচয় এবং সেই সঙ্গে জানতে পারে তার হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা, তার মনোভাব ও কর্মপ্রক্রিয়া যা ভগবান তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত করেন ।

ভাগ ২ : আলো - ছায়া পরিস্থিতি

২.১ আলো পরিস্থিতি

- ধর্মপল্লীর সব কাজের ক্ষেত্রেই মহিলারা সক্রিয় । পুরুষদের চাইতে মহিলারাই বেশী সংখ্যায় প্যারিশের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত । যেমন, উপাসনার প্রস্তুতি, রবিবারের ধর্মশিক্ষার ক্লাসে পড়ানো, জপমালা প্রার্থণা পরিচালনা করা, নারী দিবস ও কন্যা-শিশু দিবাস পালন করা, ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ ও আর্থিক সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব ।

- কার্যত মহিলারাই বহু ধর্মপল্লীর মহিলা কেন্দ্র বা মহিলা সমিতির কাজে নিযুক্ত রয়েছে । তারা সামাজিক উন্নয়নের কাজে নেতৃত্বও দিয়ে থাকেন ।

- মহিলা ধর্মব্রতীরা যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন, সেখানে তারা নেতৃত্ব-দানেও প্রধান ভূমিকা পালন করছেন । মহিলা ধর্মব্রতীরা বিপুল সংখ্যায় ধর্মপ্রচারের কাজেও নিজেদের নিবেদিত করেছেন । কলিকাতা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকাগুলিতে এঁরা গরীব ও প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন ।

- পরিবারে নারীর ভূমিকা, বিশেষ করে তাদের সন্তানদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে গড়ে তোলা ও লালন-পালন করা, সত্যি-ই প্রশংসনীয় ।

- বহু মহিলা তাদের নিজস্ব প্রতিভা ও ঈশ্বর-দত্ত গুণাবলী দিয়ে ধর্মপল্লীতে ও তাদের কর্মস্থানে উদারভাবে দান করে থাকে ।

- আমাদের বেশ কিছু মহিলারা ধর্মপ্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্থাগুলির সাথে জড়িত আছে ।

- ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়গুলিতে মহিলাদের যোগদানের কারণে বিভিন্ন ভাষাভাষি দলগুলির মধ্যে একতা ও সমন্বয় গড়ে উঠছে ।

- হারিয়ে যাওয়া মেষগুলিকে মন্ডলীতে ফিরিয়ে আনতে মহিলারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে ।

২.২ ছায়া পরিস্থিতি

- যখন কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত নেতা-নেত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষিকা পেতে বা সনাক্ত করতে অসুবিধা হয়, তখন এ ব্যাপারে দূর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে । যথেষ্ট অনুপ্রেরণার অভাবে এবং মহিলাদের জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক সুস্পষ্ট কার্যক্রমের অপ্রতুলতার কারণে মহিলাদের বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানগুলির প্রতি অনাগ্রহ ও স্বল্প উপস্থিতি বা যোগদান বিশেষ লক্ষনীয় ।

- অনেক ক্ষেত্রে মন্ডলীর বিভিন্ন সংস্থার সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না ।

- মহিলা সংগঠনগুলি মন্ডলীর কাছ থেকে সে রকম ভাবে নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য পায় না ।

- তরুণী ছাত্রীরা, যারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিতে চান, তারা বহু ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য পায় না ।

- বহু মহিলাকে তাদের স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার অসম্মান সহ্য করতে হয় ।   এবং এ রকম বহু ক্ষেত্রে এই সব মহিলারা তাদের পরিবার বা সমাজ বা কাথলিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য বা সমর্থন পায় না ।

- গরীব পরিবারের শিশুরা অনেক সময় শিশু-শ্রমিক বা ক্রীতদাস-এর চক্রে জড়িয়ে পড়ে ।

- একই ভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের কন্যাদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় ।

- অস্বচ্ছল পরিবারের কন্যাদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত কর হয় ।

- আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্র বিবাহের প্রবণতা দিনে দিনে বাড়ছে, যার ফলে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে ।

- আমাদের ঘরের মেয়েরা ও মহিলারা অন্য সম্প্রদায়ের যুবকদের দেওয়া প্রলোভনের কবলে পড়ে যাচ্ছে ।

- বেঁচে থাকার তাগিদে আমাদের অনেক মেয়ে ও মহিলারা এমন কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছে যা তাদের নিজেদের মর্যাদা ও শরীরের পবিত্রতা নষ্ট করে ।

- যৌন নির্যাতন, নারী পাচার-এর মত অসামাজিক কাজকর্ম যা খ্রীষ্টিয় সমাজে আগে ছিল অজানা, তা এখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

- পরিবারে, এমনকি মন্ডলীতেও, মহিলাদের প্রতি সম্মান-এর যে ঘাটতি রয়েছে, তা সকল নারী-ই আজ অনুভব করতে পারে। সেই সঙ্গে রয়েছে, মহিলাদের জন্য সমান সুযোগের অভাব ।

ভাগ ৩ : লক্ষ্য নির্ধারণ

ধর্মপল্লীর প্রতিটি স্তর থেকে ক্ষমতায়িত মহিলাদের নিয়ে এমন মূল্যবোধ-ভিত্তিক খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় গড়ে তোলা, যেখানে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত সকল বিষয় ও শঙ্কার প্রতি গঠনমূলক সাড়া পাওয়া যাবে ।

ভাগ ৪ : কর্মপ্রক্রিয়া পরিকল্পনা

- ❖ ছেলে-মেয়ে ও নারী-পুরুষদের জন্য, সমাজে তাদের ভূমিকার ওপর, সচেতনতা অনুষ্ঠান আয়োজন করা, যাতে পুরুষদের সমতুল্য নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তণ আনা যায় ।

- ❖ ধর্মপল্লীর পালকীয় সমিতি এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী সংস্থাগুলিতে মহিলাদের জন্য অন্তত ৩০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ সুরক্ষিত করা ।

- ❖ কলিকাতা মহাধর্মপ্রদেশের মহিলা কমিশন-এর নির্দেশাবলী মেনে, আগামী এক বছরে প্রতিটি ধর্মপল্লীতে মহিলা সমিতি গড়ে তোলা ।

- ❖ প্রতিটি ধর্মপল্লীর মহিলা সমিতিকে স্থানীয় প্রয়োগনীয়তার ওপর ভিত্তি করে বছরে অন্তত একটি কার্যক্রম আয়োজন করতে হবে ।

- ❖ প্রতিটি ধর্মপল্লীতে মহিলা কেন্দ্রগুলি দ্বারা মহিলা ও কন্যা-সন্তানদের জন্য সাক্ষরতা অভিযান আয়োজন করা ।

- ❖ মহিলা কমিশন দ্বারা বছরে চারটি (ভীনারী প্রতি ১টি) করে, স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে, প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা ।

- ❖ নির্জন, ধ্যান-প্রার্থণা, ধর্মশিক্ষা ও খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ-ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কার্যক্রমের আয়োজন করা ।

ভাগ ৫ : আলোচনার জন্য প্রশ্নমালা

- ❖ আপনার ধর্মপল্লীতে কি কোন মহিলা সমিতে বা কেন্দ্র আছে ? তাদের মূল উদ্দেশ্যগুলি কি এবং তারা ধর্মপল্লীর মহিলাদের জন্য কি কি কাজ করে ?

- ❖ আপনার ধর্মপল্লীর মহিলাদের কি কি উদ্বেগ বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় ?

- আপনার ধর্মপল্লীর মহিলারা যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে, সেগুলির সমাধান করার কোন প্রস্তাব আছে কি ?

- আপনার ধর্মপল্লীতে কি কি সম্পদ (মনুষ্য ও অন্যান্য) আছে যা মহিলা ও মেয়েদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা যায় ?

- ধর্মপল্লীর বা তার মহিলা সমিতির কি অন্যান্য খ্রীষ্টিয় বা মন্ডলীর বাইরের কোন সামাজিক অথবা সমাজসেবী সংস্থার সাথে যোগাযোগ আছে ? যদি থাকে, তাহলে বিগত দিনে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটি কেমন ?

- ধর্মপল্লীর স্থানীয় স্কুলগুলি থেকে কত শতাংশ মেয়েরা পড়াশুনা ছেড়ে দেয় এবং তার কারণগুলি কি ? এই সমস্যার সুরাহার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা নেওয়া যায়।

- আপনার ধর্মপল্লীতে বাল্য-বিবাহ বা পণ-প্রথার প্রচলন আছে কি ?

- আপনার ধর্মপল্লীকে কি ভাবে এক লিঙ্গ-সংবেদনশীল ধর্মপল্লীতে গড়ে তোলা যায় ? ধর্মপল্লীর পুরুষদের কি ভাবে মহিলা-সংক্রান্ত ও লিঙ্গ-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির ব্যাপারে সংবেদী করে তোলা যায় ?

- মিশ্র বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলারা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলি কি ভাবে সমাধান করা হয় ?

- গত এক বছরে, ধর্মপল্লীতে মহিলাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের জন্য কি কি কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে ?

- নারী সংক্রান্ত খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষার ওপর কোনো কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে কি ? প্যারিশবাসীরা খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা বিষয়ে কতটা সচেতন ?

উপসংহার

সমাপন প্রার্থণা

হে মা মারীয়া, তুমি-ই আমাদের আদর্শ । আমাদের আশীর্বাদ করো এবং এই অনুগ্রহ দান করো যেন আমরা তোমার মত ক্ষমতায়িত হয়ে নম্রতা, সরলতা, আজ্ঞানুবর্তীতা, যত্ন, সমবেদনা ও সেবার গুণে নিজেদের গড়ে তুলতে পারি । ঈশ্বরের বাণী ভিত্তি করে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে তুমি আমাদের সাহায্য করো, মা । সবার মাঝারে তোমার আনন্দ, আশা, ভালবাসা ও শান্তি বিকশিত করতে তুমি আমাদের তোমার নিমিত্ত করে তোল ।

হে স্বর্গস্থ্য পিতা, তুমি নারীকে তার সমস্ত নারীত্বের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলে তোমার আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে । তুমি তাকে সৃষ্টি করেছিলে পুরুষদের সমতুল্য করে যেন নারী-পুরুষ একসাথে পৃথিবীতে তোমার সৃষ্টিকার্য চালিয়ে যেতে পারে । আমরা প্রার্থণা করি যেন নারীর মর্যাদা ও তার ভূমিকা মন্ডলীতে ও বৃহত্তর সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে এবং উদযাপিত হয় । আমেন ॥

--ooo00ooo--